১৩ মে, ২০১৩

বাংলাদেশে অগ্নিকান্ড ও ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তি

নিম্ন স্বাক্ষরকারী পক্ষসমূহ বাংলাদেশে একটি নিরাপদ ও টেকসই তৈরি-পোশাক শিল্পের লক্ষ্যে অঙ্গিকারবদ্ধ, যেখানে কোনো শ্রমিককে অগ্নিকান্ড, ভবন ধ্বস বা অন্য কোনো ধরনের দুর্ঘটনার জন্য আতঙ্কিত হতে হবে না, যা যথাযথ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাদির দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীগন বাংলাদেশে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য একটি অগ্নিকান্ড ও ভবন নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করার বিষয়ে একমত হয়েছে।

উক্ত কর্মসূচি জাতীয় অগ্নি নিরাপত্তা এ্যাকশন প্লান (NAP) -এর আলোকে প্রণয়ন করা হবে, যা বাংলাদেশে অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি হতে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, অন্যান্য কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত যেকোনো স্টেকহোল্ডারের পক্ষ হতে যথাযথ সহায়ক উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। স্বাক্ষরকারীগণ উপরোল্লিখিত কর্মসূচি ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড NAP –এর সঙ্গে শ্রেণিবদ্ধ করতে অঙ্গিকারবদ্ধ যাতে করে, সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ, গণসংযোগ, সুপারিশের কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করা সম্ভবপর হয়।

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষসমূহ জাতীয় এ্যাকশন প্লান ও চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহের গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র বাংলাদেশ কার্যালয় ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে পরিচালিত আইএলও'র শক্তিশালী ভূমিকাকেও স্বাগত জানায়।

স্বাক্ষরকারীগণ এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করবে এবং তদ্বিষয়ে ঐকমত্যে উপণীত হবে। অগ্নিকান্ড ও ভবন নিরাপত্তা বিষয়ক যৌথ মেমোরেন্ডাম অফ্ আন্ডারস্ট্যান্ডিং (তারিখ: ১৫ মার্চ ২০১২) এ স্বাক্ষর প্রদানকারী বেসরকারী সংস্থাসমুহ নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করার প্রেক্ষিতে, সাক্ষী হিসাবে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করবে।

এই চুক্তি স্বাক্ষরকারীগণকে একটি কর্মসূচিতে অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করার জন্য দায়বদ্ধ করবে, যা NAP এ বিবৃত বাস্তবসম্মত কার্যক্রমকে বিবেচনায় রাখবে এবং অন্ততঃপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় নিবে:

পরিসর:

স্বাক্ষরকারী কোম্পানীসমুহের জন্য পণ্য উৎপাদনকারী সকল সরবরাহকারী এই চুক্তির আওতায় পড়বে। স্বাক্ষরকারীগণ সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীদের নিম্নোক্ত শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত মর্যাদা দিবে, যদ্দারা উক্ত সরবরাহকারী নিম্নলিখিত ফিরিস্তি অনুযায়ী কারখানা পরিদর্শনের ব্যাপারে সম্মত থাকবে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দায়বদ্ধ থাকবে:

১. প্রতিটা স্বাক্ষরকারী কোম্পানীর বাংলাদেশে বাৎসরিক উৎপাদনের, পরিমাণগত দিক থেকে, মোট গড়ে অনূন্য প্রায়, ৩০% সরবরাহকারী কারখানায় ("১ম সারির কারখানাসমূহ") নিরাপত্তা-ব্যবস্থা পরিদর্শন, সংস্কার এবং অগ্নিনিরাপত্তা প্রশিক্ষণ।

২. অবশিষ্ট যেকোন বড় কিংবা দীর্ঘসময়কালীন সরবরাহকারী প্রতিটা কোম্পানীতে পরিদর্শন ও সংস্কার ("২য় সারির কারখানাসমূহ")। একসাথে, ১ম সারি এবং ২য় সারির কারখানাসমূহ, বাংলাদেশে প্রতিটা স্বাক্ষরকারী কোম্পানীর মোট উৎপাদনের, অন্যূন প্রায়, ৬৫% সরবরাহের প্রতিনিধিত্ব করবে।

৩. মৌসুমী অর্ডার, একবারের জন্য অর্ডার অথবা বাংলাদেশে যে কোম্পানীর মোট উৎপাদনের,পরিমাণগত দিক থেকে, অনুর্ধ্ব ১০% সরবরাহের প্রতিনিধিত্ব করে সে সকল কারখানায় উচ্চ মাত্রার ঝুঁকি সনাক্ত করার লক্ষ্যে

সীমিত পরিসরে প্রাথমিক পরিদর্শন ("৩য় সারির কারখানাসমূহ")। প্রত্যেকটি স্বাক্ষরকারী কোম্পানীর বাধ্যবাধকতা শিথিল করতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছু বিবেচনা করা হবে না, যেসকল কারখানাসমূহ ৩য় সারির অন্তর্ভূক্ত বলে চিহ্নিত, বাংলাদেশে মোট উৎপাদনের গড়ে, প্রায়, ৩৫% এর বেশি সরবরাহের প্রতিনিধিত্ব করে না। প্রাথমিক পরিদর্শনের ফলশ্রুতিতে, কারখানাসমূহ উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন সাব্যস্ত হলে, তা ২য় সারির কারখানাসমূহের মতো ছিল বলেই বিবেচিত হবে।

পরিচালনা/গভরনেন্সঃ

৪. স্বাক্ষরকারী ট্রেড-ইউনিয়ন ও স্বাক্ষরকারী কোম্পানী হতে সমসংখ্যক প্রতিনিধির সমন্বয়ে (সর্বোচ্চ ৩টি করে আসন) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা হতে/কর্তৃক মনোনীত নিরপেক্ষ একজন প্রতিনিধিকে চেয়ারম্যান করে স্বাক্ষরকারীগণ একটি স্টিয়ারিং কমিটি (SC) মনোনয়ন করবে। স্টিয়ারিং কমিটি (SC)'র দায়িত্ব হবে একজন নিরাপত্তা পরিদর্শক ও একজন প্রশিক্ষন সমন্বয়কারী মনোনয়ন করা, নিয়োগ করা, বেতনভাতা/পরিতোষন নির্ধারণ করা এবং তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন করা; কর্মসূচির তহবিল অনুমোদন ও তদারক করা; আর্থিক খতিয়ান, হিসাব তদারকি করা এবং অডিটর নিয়োগ করা; এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করা। স্টিয়ারিং কমিটি (SC) ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে, কিন্তু ঐকমত্যের অভাব দেখা দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। স্টিয়ারিং কমিটির কার্যক্রম বিন্যাসের স্বার্থে একটি গভরনেন্স রেগুলেশন প্রণয়ন করা হবে।

৫. বিরোধ মীমাংসা। এই চুক্তির অন্তর্ভূক্ত পক্ষের মাঝে এবং চুক্তির শর্তাবলী সাপেক্ষে উদ্ভূত যেকোনো বিরোধ, প্রথমত: স্টিয়ারিং কমিটিতে (SC) উত্থাপিত ও মীমাংসা করা হবে। কোনো একটি পক্ষ আবেদন পেশ করার সর্বোচ্চ ২১ দিনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে বিরোধ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যেকোন পক্ষের অনুরোধ সাপেক্ষে স্টিয়ারিং কমিটি (SC) কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত ও আইন দ্বারা বাধ্যবাধকতা সম্পন্ন মীমাংসা প্রক্রিয়া সমীপে আপিল দায়ের করা যাবে। যে স্বাক্ষরকারীর বিরুদ্ধে কোনো আপীলের রায় প্রযোজ্য হয়, সে যে দেশের নাগরিক, যদি প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হয়, সে দেশের আদালত দ্বারা তা কার্যকর হবে, এবং এটি হবে 'দি কনভেনশন অন দি রিকগনিশন এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব ফরেন আরবিট্রাল এ্যাওয়ার্ড (দি নিউ ইয়র্ক কনভেনশন) অনুযায়ী। বিরোধ মীমাংসার জন্য আবশ্যক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দ এবং একজন বিচারক নির্বাচন করার প্রক্রিয়া ইত্যাদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বিরোধ মীমাংসা আইন ১৯৮৫ (২০০৬ সালের সংশোধনী সহ) এর UNCITRAL মডেল আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

৬. স্বাক্ষরকীগণ ব্র্যান্ড, সরবরাহকারী, ছোট কারখানা, সরকারি প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংগঠন এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ সংযুক্ত করে একটি উপদেষ্টা পরিষদ নিযুক্ত করবে। উপদেষ্টা পরিষদ সকল স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পক্ষসমূহের মাঝে গঠনমূলক সংলাপের আয়োজন করতে পারবে এবং স্টিয়ারিং কমিটিকে (SC) সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করবে যা স্টিয়ারিং কমিটির মান, দক্ষতা, সুনাম এবং সমন্বয়ের ভিত্তি জোরালো করবে। স্টিয়ারিং কমিটি (SC) যৌথ উপদেষ্টা কাঠামোর সম্ভাব্যতা বিষয়ে (NAP)-এর অন্তর্ভূক্ত পক্ষসমূহের সঙ্গে আলোচনা করবে।

৭. অগ্নিকান্ড সম্পর্কিত নিরাপত্তা জাতীয় এ্যাকশন প্লান বাস্তবায়ন ও তদারক করার দায়িত্ব নির্বাহের উদ্দেশ্যে গঠিত 'উচ্চ পর্যায়ের ত্রিপক্ষীয় কমিটি'এবং পাশাপাশি বাংলাদেশ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (MoLE), 'আইএলও' এবং Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) -এর সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে স্টিয়ারিং কমিটি (SC) কর্তৃক কর্মসূচি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নিরূপিত ও বাস্তবায়িত হবে, যাতে করে কার্যকরি পর্যায়ে (operational level) সর্বোচ্চ সমন্বয় সম্ভবপর হয় এবং SC, পরিচালনা সমন্বয় ও সহায়তা গ্রহণের জন্য GIZ –এর দপ্তর ব্যবহার করতে পারে।

বিশ্বাসযোগ্য ও বিধিসম্মত পরিদর্শনঃ

৮. SC একজন যোগ্যতা সম্পন্ন নিরাপত্তা পরিদর্শক নিয়োগ করবে, অগ্নিকান্ড ও ভবন নিরাপত্তা বিষয়ে যাঁর দক্ষতা থাকবে এবং সুনামের অধিকারী হবে, এবং যিনি হবে স্বাধীন এবং যিনি পাশাপাশি কোনো প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংগঠন কিংবা কারখানায় কর্মরত থাকবে না। প্রধান পরিদর্শক যতক্ষণ পর্যন্ত এই চুক্তিতে নির্দেশিত বিধির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ পন্থায় দায়িত্ব পালন করে, এবং তার বিরুদ্ধে যদি দুর্নীতি কিংবা অযোগ্যতার স্পষ্ট প্রমাণ না থাকে, তবে SC প্রধান পরিদর্শকের প্রাপ্ত দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করবে না, এবং এই চুক্তিতে নির্দেশিত প্রধান পরিদর্শকের দায়িত্ব সমূহ সাপেক্ষে পরিদর্শনের সময়সূচি ও প্রতিবেদন প্রকাশ সহ, সে যা যেভাবে কর্তব্য বলে বিবেচনা করবে, তার দায়িত্ব নির্বাহে হস্তক্ষেপ করবে না।

৯. নিরাপত্তা পরিদর্শক কর্তৃক মনোনীত এবং তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক দক্ষ সদস্য দ্বারা ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ভূক্ত কারখানা সমূহ, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত কর্মস্থল নিরাপত্তার মানদন্ড এবং/অথবা জাতীয় মানদন্ড (২০১৩ সালের জুন মাসে NAP –এর অধীনে প্রস্তাবনার পূণর্বিবেচনা সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে) পূঙ্খানুপূঙ্খ পরিদর্শন করা হবে। নিরাপত্তা পরিদর্শক এই চুক্তির আওতাভূক্ত সকল কারখানায় এই চুক্তির ধারা অনুসারে প্রথম দুই বছরের মধ্যে প্রাথমিক পরিদর্শন নিস্পন্ন করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করবে। নিরাপত্তা পরিদর্শক NAP কর্তৃক বিধিমালা পূণর্বিবেচনার পক্ষে তথ্যাদি যোগান দিতে সম্মত থাকবে এবং NAP –এর অধীনে প্রস্তাবিত MoLE –এর পক্ষ হতে পরিদর্শনের সক্ষমতা তৈরির কাজে সহায়তা প্রদান করবে।

১০. নিরাপত্তা পরিদর্শকের দৃষ্টিতে যদি কোনো স্বাক্ষরকারী কোম্পানীর পরিদর্শন কর্মসূচি মানসম্পন্ন হয়, অথবা যদি তা, নিরাপত্তা পরিদর্শকের বিবেচনা অনুসারে বিধিসম্মত পূঙ্খানুপূঙ্খ পরিদর্শনের মানকে অতিক্রম করে, সে ক্ষেত্রে তা এই চুক্তিতে নির্দেশিত কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত কার্যধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে। কোনো স্বাক্ষরকারী কোম্পানী যদি নিজেদের পরিদর্শন কর্মসূচি উক্ত পর্যায়ে বিবেচিত করানোর ইচ্ছা পোষণ করে, সেক্ষেত্রে তারা, নিরাপত্তা পরিদর্শককে তাদের পরিদর্শন হতে লব্ধ যাবতীয় তথ্যাদি জানার অবাধ অধিকার দিবে এবং তৎসমূহ তিনি প্রতিবেদন ও সংস্কার কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করবেন। এই অনুবিধি সত্ত্বেও, এই চুক্তির আওতাধীন সকল কারখানা এই চুক্তির অন্তর্ভূক্ত সকল ধারার আওতাধীন থাকবে, যার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, অন্ততঃপক্ষে, নিরাপত্তা পরিদর্শকের অধীনে কর্মরত সদস্য কর্তৃক তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী নূন্যতম একবার নিরাপত্তা পরিদর্শন।

১১. কর্মসূচির অধীনে পরিদর্শনকৃত সকল কারখানার লিখিত পরিদর্শন প্রতিবেদন নিরাপত্তা পরিদর্শক, পরিদর্শনের তারিখ হতে দুই (২) সপ্তাহের মধ্যে প্রস্তুত করবে, এবং সম্পন্ন হওয়ার পর তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে কারখানার ব্যবস্থাপনা, কারখানার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি, কর্মচারী প্রতিনিধি (যে ক্ষেত্রে এক বা একাধিক সংগঠন রয়েছে), স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং SC -কে অবহিত করবে। যে ক্ষেত্রে, নিরাপত্তা পরিদর্শকের মতে, কারখানায় কার্যকর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি অনুপস্থিত, প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী কোম্পানীসমূহকে অবহিত করতে হবে। SC কর্তৃক অনুমোদিত সময়সীমার মধ্যে, তবে ছয় সপ্তাহের অতিরিক্ত নয়, নিরাপত্তা পরিদর্শক পরিদর্শন প্রতিবেদন, কারখানার সংস্কার পরিকল্পনা, যদি থেকে থাকে, জনসমক্ষে উন্মোচন করবে। যদি কোনো ক্ষেত্রে, নিরাপত্তা পরিদর্শকের মতে, পরিদর্শনের ফলশ্রুতিতে শ্রমিক নিরাপত্তার জন্য বিশদ এবং সাংঘাতিক ঝুঁকি সনাক্ত হয়ে থাকে, তদ্বিষয়ে সে তৎক্ষণাৎ কারখানার ব্যবস্থাপনা, কারখানার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি, কর্মচারী প্রতিনিধি (যে ক্ষেত্রে এক বা একাধিক সংগঠন রয়েছে), স্টিয়ারিং কমিটি এবং এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী সংগঠনসমূহকে অবগত করবে, এবং একটি প্রতিকারমূলক পরিকল্পনার নির্দেশনা দিবে।

সংস্কারঃ

১২. যে ক্ষেত্রে কারখানার ভবন, অগ্নিকান্ড, বিদ্যুৎ-সংযোগ নিরাপত্তার মানদন্ড কমপ্লায়েন্স বিধির সঙ্গে সমতাপূর্ণ করার স্বার্থে নিরাপত্তা পরিদর্শক কর্তৃক সংশোধন মূলক কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহ অথবা যে সকল প্রতিষ্ঠান উক্ত কারখানাকে ১ম, ২য় অথবা ৩য় পর্যায়ভূক্ত সরবরাহকারীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে, সকল গুরুতর সংস্কার কার্য সম্পন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট সময় বরাদ্দ করে, একটি বাধ্যতামূলক সময়সীমার ভিত্তিতে চিহ্নিত সংশোধন মূলক কার্যক্রম কারখানায় বাস্তবায়ন করাতে দায়বদ্ধ থাকবে।

১৩. স্বাক্ষরকারী কোম্পানীসমূহকে তাদের যে সকল সরবরাহকারী কারখানা, কর্মসূচির অধীনে পরিদর্শন করা হয়েছে, সংশোধন মূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করার স্বার্থে, অনধিক ছয় মাসের মধ্যে, কারখানা (কিংবা কারখানার কোনো অংশ) যতদিন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে, সে সময়কালের জন্য কারখানার পক্ষ হতে কর্মচারীদের কার্যে বহাল সম্পর্ক এবং নিয়মিত আয় নিশ্চিত করতে হবে। ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তাদেরকে নোটিশ দেওয়া হতে পারে, সতর্ক করা হতে পারে এবং পরিশেষে ২১ অনুচ্ছেদের বিবরণ অনুযায়ী ব্যবসায়িক সম্পর্ক বাতিল করা হতে পারে।

১৪. স্বাক্ষরকারী কোম্পানীসমূহ যুক্তিযুক্ত উদ্যোগ নিবে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, কোনো কারখানায় কোনো অর্ডার হারানোর ফলে যে সকল কর্মচারী বহিষ্কৃত হবে তারা যাতে নিরাপদ সরবরাহকারীর অধীনে কাজ পায়, প্রয়োজনে অন্যান্য সরবরাহকারীদের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে কাজ করতে হবে যাতে ওই সমস্ত কর্মচারী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়োগ পায়।

১৫. স্বাক্ষরকারী কোম্পানী সমূহকে নিশ্চিত করতে হবে যে, তাদের সরবরাহকারী কারখানা যাতে কোনো কর্মচারীর কোনো কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে, যদি তা নিরাপদ নয় বলে মনে করার যথেষ্ট যুক্তি থাকে, এবং যুক্তিযুক্তভাবে অনিরাপদ বলে মনে করার প্রেক্ষিতে কোনো কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করার ফলে কোনো কর্মচারী যাতে বৈষম্যের শিকার না হয় অথবা বেতন না হারায়, যার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, কোনো ভবনের ভিতরে অবস্থান করা যুক্তিযুক্তভাবে অনিরাপদ বলে মনে করার ফলে ভবনে প্রবেশ করতে অস্বীকার করার অধিকার।

প্রশিক্ষনঃ

১৬. SC কর্তৃক নিয়োগকৃত ট্রেনিং সমন্বয়কারী একটি বিস্তারিত অগ্নিকান্ড ও ভবন নিরাপত্তা প্রশিক্ষন কর্মসূচি চালু করবে। প্রশিক্ষন কর্মসূচি ট্রেনিং সমন্বয়কারীর পক্ষ হতে নির্বাচিত দক্ষ সদস্য দ্বারা ১ম পর্যায়ের কারখানা বা ফ্যাসিলিটি সমূহের কর্মচারীবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা কর্মী এবং নিরাপত্তা কর্মচারীবৃন্দের মাঝে প্রদান করা হবে, যাতে সংযুক্ত থাকবে শ্রমিক সংগঠন সমূহ এবং স্থানীয় বিশেষজ্ঞবৃন্দ। উক্ত প্রশিক্ষন কর্মসূচির আওতায় থাকবে মৌলিক নিরাপত্তা প্রণালী ও সতর্কতা মূলক ব্যবস্থাদি, এবং পাশাপাশি, কর্মচারীবৃন্দকে উদ্বেগ উত্থাপন ও নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম করে তুলবে। স্বাক্ষরকারী কোম্পানীসমূহ তাদের সরবরাহকারী কারখানায় প্রশিক্ষক দলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে, যা কর্মচারী ও ব্যবস্থাপনা কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষন দানের উদ্দেশ্যে ট্রেনিং সমন্বয়কারী কর্তৃক নিযুক্ত হবে, যার অন্তর্ভূক্ত থাকবে নিরাপত্তা-প্রশিক্ষন বিশেষজ্ঞের পাশাপাশি যোগ্যতা সম্পন্ন ইউনিয়ন প্রতিনিধিগণ।

১৭. স্বাক্ষরকারী কোম্পানীসমূহ বাংলাদেশের যে সকল কারখানা হতে সরবরাহ গ্রহণ করবে, সেসব প্রত্যেক কারখানায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটির উপস্থিতি নিশ্চিত করবে, যা বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করবে, যা, যে সকল কারখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারখানার কর্মচারী ও ব্যবস্থাপনা কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। কমিটিতে কর্মচারী সদস্যের সংখ্যা ৫০ শতাংশের কম হতে পারবে না, যারা কারখানার শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক, যদি থাকে, মনোনিত হবে, এবং যেখানে শ্রমিক সংগঠন অনুপস্থিত, সেখানে কর্মচারীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে।

অভিযোগের প্রক্রিয়াঃ

১৮. নিরাপত্তা পরিদর্শক কর্মচারীদের জন্য একটি অভিযোগ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, স্বাক্ষরকারী কোম্পানীসমূহের সাথে চুক্তিবদ্ধ সরবরাহকারী কারখানার কর্মচারীবৃন্দ সময় মতো স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ঝুঁকি সম্পর্কে সাহসিকতার সাথে ও নিরাপদ ভাবে নিরাপত্তা পরিদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। NAP কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতব্য হটলাইনের সঙ্গে সেটি শ্রেণিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়।

স্বচ্ছতা ও প্রতিবেদন পেশঃ

১৯. SC কর্তৃক কর্মসূচির প্রধান দিকগুলি জনগণের জ্ঞাতার্থে উন্মুক্ত করা হবে এবং নিয়মিত তথ্যাবলী নবায়ন করা হবে, যার অন্তর্ভূক্ত থাকবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি:

ক. স্বাক্ষরকারী কোম্পানীসমূহ কর্তৃক ব্যবহৃত বাংলাদেশের সমস্ত সরবরাহকারীর (সাব-কন্ট্র্যাক্টর সহ) একটি সমন্বিত তালিকা পূঞ্জ প্রণয়ন করা হবে, স্বাক্ষরকারী কোম্পানীসমূহ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে, যা প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠান নিয়মিত নবায়ন করবে, যা নির্দেশ করবে উক্ত তালিকার কোন্ কোন্ কারখানা উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১ম পর্যায়ের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে, এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন্ সমস্ত কারখানা ২য় পর্যায়ের মর্যাদা লাভ করেছে, যাহোক, নির্দিষ্ট কোম্পানীর সঙ্গে নির্দিষ্ট কারখানার সংযোগ সূচক বিস্ড়রিত পরিসংখ্যান ও তথ্য গোপন রাখা হবে।

খ. এই কর্মসূচির অধীনে নিরাপত্তা পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শনকৃত সকল কারখানার লিখিত পরিদর্শন প্রতিবেদন এই চুক্তির ১১ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে আগ্রহী সকল পক্ষএবং জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

যে সকল কারখানা সুপারিশকৃত প্রতিকার বাস্তবায়নে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করছে না সেসব কারখানা চিহ্নিত করে নিরাপত্তা পরিদর্শক কর্তৃক জনসমক্ষে বিবৃতি প্রকাশ করা হবে।

গ. ত্রৈ-মাসিক সামষ্টিক প্রতিবেদন তৈরী ও উপস্থাপন যার মধ্যে যেসব কারখানার পরিদর্শন সম্পন্ন হযেছে সেসব কারখানার সামষ্টিক কমপ্লায়েন্স পরিসংখ্যান ও পাশাপাশি, অনুসন্ধানের বিস্তারিত নিরীক্ষণ, প্রতিকার সংক্রান্ত সুপারিশ এবং প্রতিকার ব্যবস্থার সর্বশেষ অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হবে।

২০. এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীগণ অন্যান্য সংস্থা যেমন আইএলও (ILO), উচ্চ পর্যায়ের ত্রিপক্ষীয় কমিটি এবং বাংলাদেশ সরকারের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে যেন একটি প্রটোকল বা আচরণবিধি স্থাপন করা যায়, যার মাধ্যমে এই চুক্তি মতে পরিদর্শন ও সংস্কার কাজে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণকারী সরবরাহকারীদেরকে এই চুক্তির স্বচ্ছতা বিষয়ক বিধানাবলীর কারণে শাস্তি দেয়া না হয়। এই প্রটোকল বা আচরণবিধির উদ্দেশ্য হবে (i) শ্রমিক ও শিল্পের স্বার্থে নিয়োগকারীদের যথাযথ সংস্কার কাজে সহযোগিতা ও উদ্বুদ্ধ করা এবং (ii) জাতীয় আইনের বিধানাবলী পালনে প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণে অসম্মত সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ত্বরান্বিত করা।

সরবরাহকারীর প্রণোদনাঃ

২১. স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক কোম্পানীর বাংলাদেশী সরবরাহকারীগণ পরিপূর্ণভাবে পরিদর্শন, সংস্কার, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং যেখানে প্রযোজ্য, চুক্তিতে উল্লিখিত প্রশিক্ষন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। সরবরাহকারীগণ যদি উপরোক্ত শর্ত পালনে ব্যর্থ হন, স্বাক্ষরকারী কোম্পানী দ্রুত একটি নোটিশ পাঠাবে এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক অবসানের লক্ষ্যে সতর্ক করবে।

২২. ১ম ও ২য় সারির কারখানাসমূহকে কর্মসূচীর আওতায় যথাযথ উন্নীতকরণ ও প্রয়োজনীয় সংস্কারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী ব্রান্ড কোম্পানী ও ক্ষুদ্র কোম্পানীসমূহ তাদের সরবরাহকারীদের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে দরকষাকষি করবে যা নিশ্চিত করবে যে, কারখানাসমূহ নিরাপত্তা পরিদর্শকের আইনগত চাহিদা অনুযায়ী নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং যথাযথ উন্নীতকরণ ও প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ করতে আর্থিকভাবে সক্ষম হয়। স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক কোম্পানী ইচ্ছামাফিক বিকল্প উপায় ব্যবহার করতে পারবে যেন কারখানাসমূহ প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ করতে আর্থিকভাবে সক্ষমতা অর্জন করতে পারে এবং এ লক্ষ্যে যৌথ বিনিয়োগ, ঋণ প্রদান, দাতা ও সরকারের সহযোগিতা প্রাপ্তির জন্য কারখানাসমূহকে ব্যবসায় প্রণোদনা বা পুনরায় ব্যবসা চালুর জন্য সরাসরি অর্থ প্রদান করতে পারবে।

২৩. এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোম্পানীসমূহ বাংলাদেশের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা এই পাঁচ বছর মেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে উদাহরণ তৈরী হল। চুক্তির প্রথম দুই বৎসর স্বাক্ষরকারী কোম্পানীসমূহ ১ম ও ২য় সারির কারখানাসমূহের সাথে এই চুক্তির প্রথম অংশে বর্ণিত বাৎসরিক ব্যবসার সমপরিমাণ বা এর বেশি ব্যবসা চালিয়ে যাবে, তবে শর্ত থাকে যে, (ক) এই ব্যবসা প্রত্যেক কোম্পানীর জন্যই বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হতে হবে এবং (খ) চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানীর শর্তাবলী পালন ও সরবরাহকারীদের জন্য কোম্পানীর আবশ্যকীয় শর্ত পূরণে কারখানা নিরন্তর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

আর্থিক সহযোগিতা:

২৪. এই চুক্তিতে উল্লিখিত দায়-দায়িত্বের পাশাপাশি স্বাক্ষরকারী কোম্পানীসমূহ চুক্তিতে বর্ণিত স্টিয়ারিং কমিটি, নিরাপত্তা পরিদর্শক এবং প্রশিক্ষন সমন্বয়কারীর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থাও করবে এবং তহবিল তৈরীতে প্রত্যেক কোম্পানী সম পরিমাণ অংশ প্রদানের একটি কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রাখবে। স্টিয়ারিং কমিটি প্রয়োজনীয় খরচ মেটানোর জন্য সরকার ও অন্যান্য দাতা সংস্থার নিকট থেকে অনুদান চাইতে পারবে। স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক কোম্পানী এইসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী অন্যান্য কোম্পানীর সাথে সম্পর্ক রেখে বাংলাদেশে তাদের বাৎসরিক গার্মেন্ট উৎপাদনের আনুপাতিক হার অনুযায়ী তহবিলে অর্থ প্রদান করবে, তবে এই অনুদান চুক্তির মেয়াদের মধ্যে বাৎসরিক ৫০০,০০০ ইউএস ডলারের বেশি হবেনা। সর্বনিম্ন অনুদান নির্ভর করবে বাংলাদেশে তাদের বাৎসরিক উৎপাদন ও আয় সহ বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর, এটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় বাৎসরিক ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারণ করা হবে যেন এই চুক্তি বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল নিশ্চিত করা যায়।

২৫. এই অংশগ্রহণকারী তহবিলের হিসাবের বিশ্বাসযোগ্যতা, দৃঢ়তা এবং স্বচ্ছতা স্টিয়ারিং কমিটি নিশ্চিত করবে।

ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে স্বাক্ষরকারী:

যারকি রায়না
সাধারণ সম্পাদক
ইন্ডাস্ট্রি অল গ্লোবাল ইউনিয়ন
১৫.৫.২০১৫
জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

কোম্পানীর পক্ষে স্বাক্ষরকারী:

ফিলিপ জেনিংস
সাধারণ সম্পাদক
ইউনি গ্লোবাল ইউনিয়ন
১৫.৫.২০১৫
জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

Bangla Translation
Courtesy: Solidarity Center

Bangla Translation
Courtesy: Solidarity Center